পাক্ষিক পত্রিকা (একাদশী তিথি)
১৮শ সংখ্যা, অন্নদা একাদশী,
১৮ই আগস্ট, ২০১৭।

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অমিয় শিক্ষাধারা সেবার অভিপ্রায়ে এক ক্ষুদ্র প্রয়াস

Founder Acarya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

নির্বাচিত ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্যের বিশেষ দিক

"শূদ্র → দ্বিজ → বিপ্র → বৈষ্ণব"

- **শূদ্রত্ব থেকে দ্বিজত্ব** – সাধারণত মানুষের জন্ম হয় অজ্ঞানের অন্ধকারে এবং পবিত্রীকরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার দ্বিতীয় জন্ম হয় বা দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হয়। কেউ যখন নতুন আলোক দর্শন করেন এবং পারমার্থিক উন্নতি লাভের পন্থা অনুসন্ধান করেন, তখন তিনি বৈদিক জ্ঞান আহরণ করার জন্য সদ্ গুরুর শরণাগত হন। সদ্ গুরু কেবল ঐকান্তিক তত্ত্বানুসন্ধানীকেই তাঁর শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন এবং তাকে উপনয়নের মাধ্যমে যজ্ঞোপবীত দান করেন। এইভাবে মানুষের দ্বিতীয় জন্ম বা দ্বিজত্ব লাভ হয়।
- **বিপ্রত্ব** – দ্বিজত্ব লাভের পর বেদ পাঠের যোগ্যতা অর্জন করা যায় এবং যথাযথভাবে বৈদিক জ্ঞান লাভ হলে বিপ্র হওয়া যায়।
- **বৈষ্ণবত্ব** – বিপ্র অথবা উপযুক্ত ব্রাহ্মণ এইভাবে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করে এবং তারপর তিনি বৈষ্ণব স্তরে অধিষ্ঠিত হন। বৈষ্ণব স্তর হচ্ছে ব্রাহ্মণত্বের স্নাতকোত্তর। প্রগতিশীল ব্রাহ্মণকে অবশ্যই বৈষ্ণব হতে হয়, কেন না বৈষ্ণবই হচ্ছে যথার্থ আত্মজ্ঞানী, তত্ত্বদ্রষ্টা ব্রাহ্মণ।
- **বর্ণাশ্রম ধর্মের চরম লক্ষ্য** – শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রথম থেকেই বৈষ্ণব ছিলেন; তাই তাঁর বর্ণাশ্রম প্রথা অবলম্বন করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বর্ণাশ্রম ধর্মের চরম লক্ষ্য হচ্ছে কলুষিত মানুষকে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত বা বৈষ্ণবে পরিণত করা।

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

- **জন্ম-কুল নির্বিশেষে বৈষ্ণব মাত্রই ব্রাহ্মণ** – তাই কেউ যখন উত্তম-অধিকারী বৈষ্ণবের কৃপায় বৈষ্ণবত্ব লাভ করেন, তখন তাঁর যে কুলেই জন্ম, হোক না কেন, তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য করা হয়। সেই ভাবধারা গ্রহণ করেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যবন কুলজাত শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে নামাচার্যের পদে অভিষিক্ত করেছিলেন। (শ্রীঃ ভাঃ ১/২/২ তাৎপর্য)

"মায়াবাদীদের সাথে শ্রীমদ্ভাগবতের সম্বন্ধ"

- **জড় জগতকে** বলা হয় ভগবানের সৃষ্টির অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশ। তবে জড় বিষয়াসক্ত অসুখী মানুষেরা কেবল সেখান থেকে বেরিয়ে আসার বাসনা করার মাধ্যমেই সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত তারা এত মূর্খ যে তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চান না।
- **দৃষ্টান্ত** – তাই তাদের উটের সঙ্গে তুলনা করা হয়, যে উট কাঁটা চেবানোর ফলে তার ক্ষত-বিক্ষত মুখের রক্তের স্বাদকে কাঁটার স্বাদ মনে করে তা উপভোগ করে। কিন্তু সে বুঝতে পারে না যে তা কাঁটার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত তার নিজের মুখেরই রক্ত। তেমনই, জড়বাদীদের কাছে তাদের নিজের রক্তের স্বাদ মধুর মতো মিষ্টি বলে মনে হয় ... এই ধরনের জড়বাদীদের বলা হয় 'কর্মী'।
- **শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য কেন শ্রীমদ্ভাগবত স্পর্শ করেননি ?** – শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে বেদান্ত-সূত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাষ্য। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য ইচ্ছাকৃতভাবেই তা স্পর্শ করেননি, কেন না তিনি জানতেন যে বেদান্ত-সূত্রের এই স্বাভাবিক ভাষ্যটিকে বিকৃত করা সম্ভব হবে না। তিনি তাঁর শারীরক-ভাষ্য রচনা করেছিলেন এবং তাঁর তথাকথিত অনুগামীরা শ্রীমদ্ভাগবত আধুনিক রচনা বলে তার প্রতি তাদের ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে।
- **কেবল নির্মৎসর ব্যক্তিরাই ভাগবতের অধিকারী** – শ্রীমদ্ভাগবতের বিরুদ্ধে মায়াবাদীদের এই অপপ্রচারের দ্বারা কখনই প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোক থেকেই বোঝা যায় যে 'মাৎসর্য' নামক জড় রোগ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত পরমহংসদের জন্যই এই অপ্রাকৃত শাস্ত্র প্রকাশিত হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ যে এক জড় সৃষ্টির অতীত শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের সেই নির্দেশ সত্ত্বেও মায়াবাদীরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। (শ্রীঃ ভাঃ ১/২/৩ তাৎপর্য)

"ভক্তিযোগ স্বতন্ত্র, কিন্তু অন্যান্য পন্থা ভক্তিযোগের উপর নির্ভরশীল"

- **ভক্তদের আপনা থেকেই মুক্তি লাভ হয়ে যায়** – চিন্ময় স্ফুলিঙ্গ যখন জড় পদার্থের সংস্পর্শে আসে তখন একটি গ্রন্থির সৃষ্টি হয়, যা কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্তিকামী মানুষদের অবশ্যই ছেদন করতে হয়। 'মুক্তি' কথাটির অর্থ হচ্ছে কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। যাঁরা নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ স্মরণ করেন, তাঁদের আপনা থেকেই মুক্তি লাভ হয়ে যায়।
- **চিন্ময় জ্ঞান + ভক্তি = মুক্তিঃ** তাই, জড় বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ ভগবদ্ভক্তির একটি আনুষঙ্গিক ফল। চিন্ময় জ্ঞান মুক্তি লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। সেই জ্ঞান অবশ্যই ভক্তিযুক্ত সেবা সমন্বিত হতে হবে, যাতে অবশেষে ভগবদ্ভক্তির প্রাধান্যই কেবল বর্তমান থাকে। তখনই মুক্তি লাভ সম্ভব হয়।
- **সকাম কর্ম + ভক্তি = মুক্তিঃ** এমন কি সকাম কর্মীদের কর্মও ভক্তিযুক্ত সেবা-মিশ্রিত হলেই তবে মুক্তিদান করে।
- **ভক্তি + কর্ম = কর্মযোগঃ** ভগবদ্ভক্তি-মিশ্রিত কর্মকে বলা হয় কর্মযোগ।
- **মনোধর্মী জ্ঞান + ভক্তি = জ্ঞানযোগঃ** তেমনই, মনোধর্মী জ্ঞান যখন ভক্তিযুক্ত হয় তখন তাকে বলা হয় জ্ঞানযোগ।
- তবে শুদ্ধ-ভক্তি জ্ঞান এবং কর্মের আবরণ থেকে মুক্ত, কেন না তা কেবল জীবকে জড় জগতের বন্ধন থেকেই মুক্ত করে না, তা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তিও প্রদান করে থাকে।
- **ভক্তিযোগে শাস্ত্রের গুরুত্ব** – বৃন্দাবনের গোস্বামীরা যাঁরা ভক্তিযোগের পন্থা প্রচার করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা আদিষ্ট হয়েছিলেন, তাঁরা অত্যন্ত কঠোরভাবে সেই নিয়ম পালন করেছিলেন, এবং আমাদের মঙ্গলের জন্য পারমার্থিক বিষয় সম্বন্ধে তাঁরা বহু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। (শ্রীঃ ভাঃ ১/২/১৫ তাৎপর্য)

ইমেল – spss.ekadashi@gmail.com, ফেসবুক পেইজ – শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ, What's app - +918007208121

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন

কৃষ্ণ কৃপাশ্রীমূর্তি এ.সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
(গত সংখ্যার পর)

ভগবদ্গীতা – ৯ই মার্চ, ১৯৬৬, নিউইয়র্ক।

প্রভুপাদঃ সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ, তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তিনি পূর্ণ জ্ঞান, এবং যেহেতু তিনি বলেন যে, "আমি অথবা তুমি অথবা এই সমগ্র ব্যাক্তি, রাজা ও যুদ্ধা যারা এখানে সমবেত হয়েছেন, তারা সবাই স্বতন্ত্র। অতীতে তারা স্বতন্ত্র ছিলেন, বর্তমানে আমরা স্বতন্ত্র, এবং ভবিষ্যতে তারা স্বতন্ত্রতা বজায় রাখবে।" এখন একটি বিষয়... মনে করুন অজ্ঞানতা জনিত অন্য একটি মতানৈক্য... একটি পশুর ন্যায়। এটা মরুভূমিতে জল আছে মনে করে, প্রতিফলনের মাধ্যমে...

স্ত্রীলোকঃ কী?

প্রভুপাদঃ মরুভূমিতে জল। এখন, মরুভূমিতে সূর্যালোকের প্রতিফলনের দ্বারা... আপনি রুদ্রোজ্জ্বল দিনে রাস্তায়ও প্রত্যক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই। এটি জলের মত প্রতিভাত হয়। এখন, ঐ প্রাণীটির যেহেতু কোন জ্ঞান নেই, এটি, আমি বলতে চাই, মরুভূমিতে জলের দিকে উড্ডয়ন করে। যদিও সেখানে কোন জল নেই। কিন্তু আপনার ও আমার মত একজন বিবেকী ব্যাক্তি, অথবা একজন মানব সত্ত্বা, তিনি জানেন যে, সেখানে কোন জল নেই। সেখানে কোন জল নেই। সুতরাং এই দিকে, সেখানে জল আছে, এই ত্রুটি পশু কৃত কারণ তার যথেষ্ট জ্ঞান নেই। কিন্তু একজন মানবসত্ত্বা যার যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে, তিনি ঐ ত্রুটি করেন না। হ্যাঁ।

স্ত্রীলোকঃ একটি প্রাণী কি ত্রুটি করে? আমি ভেবেছিলাম প্রাণীরা...

প্রভুপাদঃ অ্যাঁ?

স্ত্রীলোকঃ ... করবে না, করবে, আ...

প্রভুপাদঃ না, না, এটা হল একটি...

স্ত্রীলোকঃ জল দর্শন হয় না, ঐটি আমাদের চক্ষু বলে যে, মরুভূমিতে মরীচিকা রয়েছে।

প্রভুপাদঃ হ্যাঁ। আমি বলতে চাই, যেকোন বিবেকী ব্যাক্তি যিনি জ্ঞান লাভ করেছেন যে, "এটি সূর্যের প্রতিফলন, জল নয়", তিনি কখনোই সেখানে যাবেন না। তিনি জানেন যে, মরুভূমিতে জলের অনুসন্ধান করা অর্থহীন। তদ্রূপ, যদি শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ জ্ঞানী না হন, তিনি বলতে পারেন না যে, ভবিষ্যতেও আমরা স্বতন্ত্র থাকব। তিনি বলেন যে, ভবিষ্যতেও আমরা স্বতন্ত্রতা বজায় রাখব। এখন, তিনি আমাদেরকে ত্রুটি পূর্ণ নির্দেশনা দিতে পারেন না। মনেকরুন আমরা, ভবিষ্যতে থাকব না। মুক্তির পর, আমরা স্বতন্ত্রে পরিণত হব বা থাকব না। এই প্রকার বিপথগামীতা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদান অসম্ভব। যেমন একজন বিবেকী ব্যাক্তি নির্দেশ করতে পারেন না যে, "শুধু এই দিকে অগ্রসর হও। সেখানে মরুভূমিতে জল আছে।" পূর্ণ জ্ঞান সম্পন্ন একজন ব্যাক্তি এরূপ নির্দেশ করতে পারেন না। একটি পশু অগ্রসর হতে পারে। ঐটি ভিন্ন বিষয়। একইভাবে, যখন শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে, "ভবিষ্যতেও আমরা এই সমস্ত, তুমি, আমি ও এই সমস্ত, তারা স্বতন্ত্রতা বজায় রাখবে," তা ভুল নির্দেশনা নয়। আপনি কিছু বলতে চান?

স্ত্রীলোকঃ অবশ্যই। কিন্তু এটাই কি বা ভগবদ্গীতায় বলা হচ্ছে...

প্রভুপাদঃ হ্যাঁ।

স্ত্রীলোকঃ ...আমি বুঝাচ্ছি? এটা সম্পর্কে এত কিছু? (?)

প্রভুপাদঃ হ্যাঁ। এটা, এটা... আমি অবশ্যই, আমি অবশ্যই, আমি অবশ্যই যথাযথ অর্থ প্রদান করব। ন তু এব অহম: "আমিও না।" অহম অর্থ "আমি।" জাতু। জাতু অর্থ "যেকোনো সময়।" যেকোনো সময় অর্থ বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ। জাতু কদাচিৎ। কদাচিৎ অর্থ "যেকোনো সময়।" নাসম: এমন নয় যে আমাদের আস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল না।" সুতরাং ন ত্বং। তাহলে এই অহম, "আমি এবং তুমি, ন ইমে, "এই সমস্তরা না," জনাধিপাঃ, এই সমস্ত রাজারা।" এখন এই বহুবচন, "আমার" প্রথম পুরুষ, "তোমার", দ্বিতীয় পুরুষ, "এবং এই জনাধিপাঃ", তৃতীয় পুরুষ, ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ "এটি নয় যে, ভবিষ্যতেও আমরা এভাবে আমি, তুমি এবং এই সমস্ত, মতো বিদ্যমান থাকবে না।" আপনি দেখেছেন? সর্বে। এখন এখানে একে সর্বে বলা হয়। তারা কখনোই এক হয় না। সর্বে অর্থ সব, বহুবচন। এখানে অর্থ জনাধিপা। যেহেতু তারা বহুবচন, আমি, তুমি এবং তারা, তদ্রূপ, ভবিষ্যতেও আমরা তদ্রূপ থাকব" সর্বে বয়ম অতঃপরম: "এর পরে।" এটি সংখ্যার সুস্পষ্ট সংস্করণ- আপনি লিপিবদ্ধ করতে পারেন- ভগবদ্গীতায় দ্বাদশ শ্লোক দ্বিতীয় শ্লোক, না, অধ্যায়ের।

আমি ইতঃপূর্বে ব্যাখ্যা করেছি যে, যেহেতু কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান, এবং যেহেতু তাঁর স্পষ্ট দূরদৃষ্টি রয়েছে, এবং যেহেতু তাঁর পূর্ণজ্ঞান রয়েছে, তিনি বিপথগামী করতে পারেন না। এবং তিনি যা প্রদান করেছেন তা নিখুঁত। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে ভবিষ্যতে, মুক্তির পরেও... এখন, একটা বিষয়েও আমাদের ব্যাখ্যা প্রয়োজন- মুক্তি, মুক্তির ধারণা। সুতরাং, পাঁচ ধরণের মুক্তি রয়েছে। একটি মুক্তি হচ্ছে ভগবানের সাথে একীভূত হওয়া, পরমের সাথে একীভূত হওয়া। সেটিকে সাযুজ্য মুক্তি বলে, ভগবানের অস্তিত্বের সাথে বিলীন হওয়া। আরও মুক্তি রয়েছে। সেটি পাঁচ প্রকার মুক্তির মধ্যে এক প্রকার। সেটিই একমাত্র মাত্র মুক্তি নয়। তার মানে আমরা সবাই স্বতন্ত্র সত্ত্বা, আমরা নিয়মতান্ত্রিকভাবেই স্বতন্ত্র। ভগবান পিতা বা সৃষ্টিকর্তা বা যা কিছু বা সমস্ত জীবনের উৎস বা অস্তিত্বের উৎস। যা আপনার পছন্দ বলতে পারেন। সুতরাং আমাদের, আমাদেরকে এই ভাবে তৈরি করা হয়েছে। এক বহু শ্যাম। ভগবান বহুরূপ ধারণ করেছেন। এটা বেদে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, অনেক, এই সমস্ত, আমরা সবাই ভগবান। যেমন, অগ্নি হতে এর স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। স্ফুলিঙ্গ অগ্নি হতে নির্গত হয়, এটি হচ্ছে..., এগুলো অগ্নির অবিচ্ছেদ্য অংশ। একইভাবে, আমরা সবাই পরম স্বত্ত্বার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখন তিনি অনেক হতে চেয়েছেন। তিনি অনেক হতে চেয়েছেন তাই তিনি অনেক হয়েছেন এবং আমরা হচ্ছি সেই অনেক। সুতরাং আমরা ভগবান হতে ভিন্ন নই। আমরা ভগবান হতে ভিন্ন নই কিন্তু যেহেতু তিনি অনেক হতে চেয়েছেন তাই আমরা অনেক হয়েছি। এখন, বিষয় হচ্ছে, ভগবান যেহেতু অনেক হতে চেয়েছেন সেহেতু তার নেপথ্যে অবশ্যই কোন উদ্দেশ্য রয়েছে। অন্যথায়, তিনি কেন অনেক হতে চেয়েছেন? তিনি এক এবং অদ্বিতীয় ছিলেন। সেটি ঠিক আছে। কিন্তু তিনি কেন অনেক হলেন?

(পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায়)